50758 - মুসাফিরের জন্য কখন রোযা ভঙ্গ করা হারাম

প্রশ্ন

মুসাফিরের জন্য কখন রোযা ভঙ্গ করা হারাম? কারণসহ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার দলিল প্রমাণ করছে যে, মুসাফিরের জন্য রমযানের দিনের বেলায় রোযা না-রাখা জায়েয। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আরকউেঅসুস্থথাকলকেংিবা সফরে থাকলওেঅন্যসময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।"[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আরও জানতে দেখুন 37717 নং প্রশ্নোত্তর।

ফকিাহবদিগণ উল্লখে করছেনে য, ঐ মুসাফিরের জন্য রোযা না-রাখা বধৈ যনিি নামায কসর করা যায় এমন দূরত্বে সফর করনে এবং সটো যদি বধৈ সফর হয়। আর কারো সফর যদি নামায কসর করার মত দূরত্বে না হয় কংিবা তার সফর কোন গুনাহর কাজে হয় সক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ করা বধৈ হবে না।

অনুরূপভাবে কউে যদি রোযা না-রাখার জন্য সফর করে সক্ষেত্রে তার জন্য সফর ও রোযা ভঙ্গ করা উভয়টা হারাম।

নামায কসর করার দূরত্ব অধকিাংশ আলমেদরে মত, চার মনজলি তথা প্রায় ৮০ কঃিমঃি। কোন কোন আলমেরে অভমিত হচ্ছ, দূরত্বটা ববিচ্যে নয়; বরং মানুষ যটোকে সফর হসিবেে আখ্যায়তি করে সটোই ববিচ্যে।

দখেুন 38079 নং প্রশ্নোত্তর।

গুনাহ্র ক্ষত্রেে সফরকারী ব্যক্তরি জন্য সফররে ছাড়গুলো (যমেন- নামায কসর করা) গ্রহণ করা বধৈ হবে না– এটি মালকেী, শাফয়েী ও হাম্বলী মাযহাবরে অভমিত।[দখেুন: আল-মুগনী ২/৫২)]

তারা এ অভমিতরে কারণ দর্শান এভাবে য, রোযা না-রাখাটা একটা ছাড়। গুনাহর কাজে সফরকারী ব্যক্তি এ ছাড় পাওয়ার হকদার নয়। তাদরে মধ্যে কউে কউে এ আয়াত দয়িে দলিল দনে: "তবে যে ব্যক্তি নরিুপায় হয়ে অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘন ব্যতীত এগুলো গ্রহণ কর, তার কোন গুনাহ হবে না।"[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৭৩] আয়াত থকেে তাদরে মতরে পক্ষে দলিল গ্রহণরে প্রক্রয়িা হচ্ছ- নরিুপায় ব্যক্তি অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হলে আল্লাহ্ তাআলা তার জন্যে মৃত প্রাণীর গোশত

খাওয়া হালাল করনেনি। যহেতেু অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী হচ্ছে পাপী। তারা বলনে: باغ (অবাধ্য) হচ্ছে – খলফিার বরিুদ্ধে বদ্রিোহকারী। আর عاد (সীমালঙ্ঘনকারী) হচ্ছে- ডাকাত।

আর হানাফি আলমেদরে মতে, গুনাহগার হলওে তার জন্য সফররে ছাড় যমেন, রোযা না-রাখা, নামায কসর করা ইত্যাদি গ্রহণ করা বধৈ। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িারও অভমিত।[দখেুন: আল-বাহরুর রায়কে (২/১৪৯), মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/১১০)।

এ মতাবলম্বীরা জমহুর বা অধকিাংশ আলমে যে আয়াত দয়িে দললি দয়িছেনে তা মনেে ননেনি। তারা বলনে: আয়াতে الباغي (অবাধ্য) হচ্ছে সইে ব্যক্তি যার হালাল-খাদ্য খাওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বওে সে হারাম খাবার অন্বষেণ করে। আর المعتدي (সীমালঙ্ঘনকারী) হচ্ছে- যে ব্যক্তি সীমা অতক্রিম করে যতটুকু না হলে নয় এর চয়েে বশেি পরমিাণ ভক্ষণ করে।

আর যে ব্যক্তি রোযা না-রাখার জন্য সফর করে সে তো ইসলামী শরয়িতরে সাথে ছল-চাতুরী করে। এজন্য তার শাস্তি হচ্ছে, তার ছল-চাতুরীর বপিক্ষে বধিান দয়ো।

হাম্বলি মাযহাবরে ‘কাশ্শাফুল ক্বনিা’ (২/৩১২) গ্রন্থে বলা হয়ছে:

“যদি কউে রোযা না-রাখার জন্য সফর করে তার উপর উভয়টা হারাম হবে অর্থাৎ সফর করা ও রোযা ভঙ্গ করা। কারণ তার সফর করার আর কোন কারণ নইে; রোযা ভঙ্গ করা ছাড়া। রোযা ভঙ্গ করা হারাম হওয়ার কারণ হল যহেতেু তার রোযা ভঙ্গ করার বধৈ কোন ওজর নইে। আর সফর করা হারাম হওয়ার কারণ হল, কনেনা সটো রোযা ভঙ্গ করার একটা হারাম কৌশল।”[সংক্ষপেতি ও পরমিার্জতি]

মুসাফরিরে জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করা বধৈ হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার শহররে দালান-কোঠা কংিবা নজি গ্রামরে সীমা অতক্রিম না করে। এর পূর্বে রোযা ভাঙ্গা হারাম। কনেনা সে তখনও মুকীম। আরও জানতে দখেুন 48975 নং প্রশ্নোত্তর।

এই আলোচনার ভত্তিতিে বলা যায়, মুসাফরিরে জন্য নম্নিোক্ত স্থানে রোযা ভঙ্গ করা হারাম:

১। যদি তার সফর নামায কসর করার সমান দূরত্বে না হয়।

২। অধকিাংশ আলমেরে মতে, যদি তার সফর কোন বধৈ কারণরে পরপ্রিক্ষেতিে না হয়।

৩। যদি সে রোযা ভঙ্গ করার জন্য সফর করে।

৪। যদি সে সফর শুরু করে, কন্তিু তার গ্রামরে বাড়ী-ঘর কংিবা তার শহর অতক্রিমরে আগইে রোযা ভঙ্গে ফলেতে চায়।

৫। অধকিাংশ আলমেরে মতে, পঞ্চম অবস্থা হচ্ছে– যদি কউে যে স্থানরে উদ্দশ্যে সফর করছে সে স্থানে পৌঁছে যায় এবং সখোনে চারদনিরে বশেি থাকার নয়িত করে। অন্য একদল আলমেরে মতে, মুসাফরি ব্যক্তি যতদনি মুসাফরি অবস্থায় থাকবে ততদনি তনিি সফররে ছাড়গুলো গ্রহণ করতে পারবনে, সে অবস্থান যত লম্বা সময় হোক না কনে। আরও জানতে দখেুন 21091 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।